কালের কণ্ঠ

তারিখ 28 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

সহকারী শিক্ষক নিয়োগ
ডিজিটাল পদ্ধতিতে হয়ে গেল নিয়োগ পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগের প্রথম দিনের পরীক্ষা সফলভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শনিবার পাঁচ জেলায় লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হয়।

সূত্র জানায়, আগের রাতে প্রশ্ন তৈরি করা হয় এবং গতকাল সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ছাপিয়ে (প্রিন্টআউট নিয়ে) কেন্দ্রে বিতরণ করা হয়। এর মধ্য দিয়ে ডিজিটাল

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

ডিজিটাল পদ্ধতিতে হয়ে গেল

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থায় প্রবেশ করল দেশ। ফলে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা ও নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ঠেকানোর সম্ভাবনা প্রবল হলো।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) মহাপরিচালক মো. আলমগীর কালের কণ্ঠকে জানান, প্রশ্ন ফাঁসের কোনো ঘটনা তো ঘটেইনি, সামান্যতম বিচ্যুতিও ধরা পড়েনি। এটা বড় সাফল্য। এ পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে পরীক্ষা গ্রহণ অনেক সহজ ও নির্বিঘ্ন হবে।

সূত্র জানায়, প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একটি দল শুক্রবার সারা রাত সচিবালয়ে অবস্থান করে। পাঁচ সদস্যের প্রশ্ন প্রণয়নকারী দল রাত ১২টা থেকে ৪টার মধ্যে পরীক্ষার জন্য চার সেট প্রশ্ন প্রণয়ন করে। কম্পিউটারে লটারির মাধ্যমে আগেই সংগৃহীত 'প্রশ্নব্যাংক' থেকে প্রশ্ন তৈরি করা হয়। গতকাল শনিবার সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে একটি পাসওয়ার্ডকে দুই ভাগে ভাগ করে জেলা প্রশাসক ও কেন্দ্রসচিবের (জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা) মুঠোফোনে এসএমএস করে দেওয়া হয়। তাঁরা দুজন পাসওয়ার্ডের ভগ্নাংশ সংযোজন করে প্রশ্নপত্র ডাউনলোড করেন এবং প্রিন্ট নেন। সেই প্রশ্ন ফটোকপি করে দুপুর ১টায় পরীক্ষাকেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুপুর ২টা থেকে ৩টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ৮০ নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতির পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশ্ন গ্রহণ ও ফটোকপি করার স্থান সিসিটিভির আওতায় ছিল। সচিবালয়ে বসে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অনলাইনে পুরো প্রক্রিয়া মনিটরিং করেন। বুয়েটের ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি প্রশ্নের সার্ভার তৈরি করে দিয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে স্থাপন করা হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সন্তোষ কুমার অধিকারী বলেন, পরিকল্পনা মতোই নির্বিঘ্নে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। কোথাও সমস্যা হয়নি, কোনো অভিযোগ আসেনি।

গতকাল নড়াইল, মেহেরপুর, মুন্সীগঞ্জ, শরীয়তপুর ও ফেনী জেলায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থী ছিল ৩০ হাজার ৯৫২ জন। অন্য জেলাগুলোতেও পরীক্ষা পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিপিইর মহাপরিচালক। আগে সারা দেশে এক দিনে একসঙ্গে এই পরীক্ষা নেওয়া হতো।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির ১৫ হাজার সহকারী শিক্ষক পদের জন্য ৯ লাখ ৭১ হাজার ৬০৮ জন আবেদন করেছে বলে জানা গেছে। এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আবেদনও মুঠোফোনের মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়।